ঝিনাইদহে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নায়েব আলী (৬২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত নায়েব আলী উপজেলার মালিয়াট গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে নায়েব আলী বাড়ির পাশে বসে ছিল।

এসময় প্রতিপক্ষের ইউনুছ আলী ও তার ছেলে আল-আমিন এসে তার উপর হামলা করে। তারা বাশের লাঠি দিয়ে উপর্যপুরি পিটিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যান। এসময় প্রতিবেশিরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পথে তিনি মারা যান।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, নিহত নায়েব আলীর বোনের জমি কেনে প্রতিবেশি ইউনুছ আলী। ওই জমি দখলকে কেন্দ্র করে দির্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার খালিদ হাসান জানান, নায়েব আলীকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গিয়েছিল। ধারনা করা হচ্ছে লাঠির আঘাত ও অতিরিক্ত রক্ষ ক্ষরণের কারনে মারা গেছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে, এখন ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। আসাামিদের আটকের চেষ্টা চলছে বলে ওসি জানান।

কোটচাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের উপদেষ্টা বরাবর খোলা চিঠি

ইজারা পদ্ধতি বাতিল করে বাঁওড়সহ দেশব্যাপী সকল জলমহালে মৎস্যজীবী জেলেদের সমাজভিত্তিক সমবায় মালিকানা প্রতিষ্ঠার ৪ দফা দাবিতে বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যেগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (২৭ মে) সকালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বলুহর বাসস্ট্যান্ডে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্যজীবী জেলে জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা শত শত নারী পুরুষ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহন করে। মিছিলে অংশগ্রহনকারীরা দাবি-দাওয়াসহকারে ফেস্টুন হাতে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। উপজেলার বলুহর বাসস্ট্যান্ডে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্মল হালদারের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব সুজন বিপ্লবের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আন্দোলনের উপদেষ্টা বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফজলুর রহমান, ক্ষেতমজুর সমিতির ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি কাজী ফারুক, বাঁওড় আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক বাসুদেব বিশ্বাস, বাঁওড় আন্দোলন সংগঠক এসএম চন্দন প্রমুখ।

“জল যার, জলা তার” এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় তিনি বাওড়পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের দুঃখ–দুর্দশার কথা শোনেন।

মঙ্গলবার (২৭ মে) সকাল ১০টার দিকে তিনি বলুহর বাওড় পরিদর্শনে

যান। এরপর সাড়ে ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এতে আরও বক্তব্য দেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, জেলা ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মৎস্য কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি এস.কে.এম. সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের সভাপতি শরিফুজ্জামান আগা খান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সংগঠক হৃদয় হাসান।

সভায় হালদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন, শত বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা এই বাওড়ে মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু বর্তমান জলমহাল নীতিতে পরিবর্তন এনে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাদ দিয়ে প্রভাবশালী অমৎস্যজীবীদের হাতে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা জানান, এসব ইজারাদার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাওড়ে কৃত্রিম খাবার ও রাসায়নিক ব্যবহার করছেন, যা পরিবেশ ও মাছের স্বাভাবিক প্রজননব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।

মৎস্যজীবী নির্মল হালদার বলেন, “বাওড় এখন আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। জীবিকা নেই, কর্ম নেই, পরিবার নিয়ে অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে।”

বক্তারা বলেন, “জাল যার, জল তার” এই প্রবাদ শুধু মুখের কথা নয়; এর বাস্তবায়ন জরুরি। তাঁরা দেশের সব বাওড়ের বর্তমান ইজারা বাতিল করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টনের দাবি জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা আখতার বলেন, “জল যার, জলা তার এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেছে। এই প্রজন্মই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়বে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাওড়ের মালিকানা ফিরিয়ে দিতে আমি ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে কথা বলব। পরিবেশ রক্ষা ও মৎস্যজীবীদের জীবনধারা টিকিয়ে রাখতে একটি সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি।”

কোটচাঁদপুর পৌরবাসী নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার অধিকাংশ এলাকাই আজ নাগরিক দুর্ভোগের প্রতীক। পৌর এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং সড়কবাতির অপ্রতুলতায় নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে।
বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলো যেন রূপ নেয় কাদা-পানিতে ভরা ফাঁদে। সড়কজুড়ে খানাখন্দে চলাচল হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। সন্ধ্যা নামতেই ডুবে যায় ঘোর অন্ধকারে, অধিকাংশ সড়কে জ্বলে না সড়কবাতি। পৌরসভার সামনের সড়কেও নিয়মিত যানজট লেগে থাকে, যা প্রশাসনের উদাসীনতার জীবন্ত প্রমাণ।
নাগরিকরা নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করলেও সেবার দেখা মিলছে না। ভাঙাচোরা রাস্তা, নষ্ট ড্রেন, অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সব মিলিয়ে পৌরসভার অবস্থা করুণ। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবতা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটায় না। তারা বলছেন, সেবার নামে যেন চলছে প্রহসন।
এ নিয়ে নাগরিক সমাজের ক্ষোভ প্রবল। সচেতন মহলের দাবি, কোটচাঁদপুর পৌরসভা যেন বর্তমানে নাগরিক ভোগান্তির এক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর না থাকায় সেবার মান আরও নাজুক হয়ে পড়েছে। যারা বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
স্থানীয়রা জানান, বছরের পর বছর সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ থাকলেও সড়কবাতি নেই। রাত হলেই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা, পানি নিষ্কাশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা—সবখানেই চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে।
যেখানে এটি একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা, সেখানে নাগরিক সেবার মান যেন তৃতীয় শ্রেণির। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো। একদিকে নাগরিক অধিকার ও কর পরিশোধ, অন্যদিকে প্রশাসনের চূড়ান্ত দায়হীনতা—এই বৈপরীত্যে প্রশ্ন উঠছে, এই পৌরসভা কি শুধুই কর আদায়ের একটি যন্ত্র?
প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মানুষের বসবাস এই পৌরসভায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার মুখোমুখি। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, খানাখন্দে ভরা সড়ক বর্ষা মৌসুমে হয়ে ওঠে মৃত্যুফাঁদ। স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক রেজাউল করিম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কেউ কেউ পড়ে গিয়ে

আহত হন। কর দেই, কিন্তু সেবা কোথায়? পৌরসভার লোকজন শুধু কর তুলতেই ব্যস্ত, কিন্তু কাজের সময় তাদের পাওয়া যায় না।”
ঈশী খোন্দকার জানান, “সরকারি কলেজ ও খোন্দকার পাড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে এক সপ্তাহ ধরে সড়কবাতি জ্বলছে না। কাউন্সিলর ও পৌর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাহলে আমরা কী সেবা পাচ্ছি?”
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আল-মামুন বলেন, “নামমাত্র উন্নয়নের অভিনয় দিয়ে জনগণকে বেশি দিন বোকা বানানো যাবে না। সময় এসেছে টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার।”
এ বিষয়ে পৌরসভার সরকারি প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সড়কের বাতি ইতোমধ্যে কিছু স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। নতুন করে আবার টেন্ডার হয়েছে। আমি সদ্য জয়েন করেছি, পুরো শহর এখনো দেখা হয়নি। পুরাতন ড্রেনগুলো সংস্কার করলে পানি নিষ্কাশনের কিছুটা উন্নতি হবে। নতুন ড্রেন করতে হলে সময় লাগবে। বরাদ্দ সীমিত হলেও কাজ চলমান রয়েছে।”
এ বিষয়ে জানতে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর তাহেরহুদা ইউনিয়নের আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।
রবিবার দুপুরে উপজেলার বেল্টুর মোড়ে নিজ দোকানের সামনে থেকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি গুরতর আহত হন, তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অনেক চেষ্টা করার পরও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

হাসপাতালের কর্মরতত মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার আল আমিন জানান, তিনি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে হাসপাতালে আসলে আমরা তাকে অত্যন্ত

গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা দিয়েছিলাম। রুগীর অবস্থা অবনতি হলে পরিবারের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার্ড করা হলে, কিছুক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ জামানের উপস্থিতিতে ওসি তদন্ত মারফত আলী’র নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসময় হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যূ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী, তিন কন্যা ও দুই পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রউফ খান জানান, ঘটনাটি শুনার পর দ্রুত ঘটনাস্তলে গিয়ে দুর্ঘটনার খোজ খবর নিয়েছি এবং এই বীর মুক্তিযোদ্ধার এই মৃত্যুর ঘটনাটি সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধারা এবং উপজেলা প্রশাসন তাঁর মৃত্যুতে গভির শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিএসএফের গুলিতে নিহত ২ যুবকের মরদেহ একমাস পরেও ফেরত পায়নি পরিবার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত দুই যুবকের মরদেহ ফেরত আনতে দীর্ঘ সময়েও কোনো অগ্রগতি নেই। মাস পার হয়ে গেলেও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) মরদেহ ফেরত না দেওয়ায় নিহতদের পরিবারে চলছে গভীর শোক ও ক্ষোভ।

পরিবারগুলোর দাবি, বিজিবির গাফিলতি ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবেই মরদেহগুলো দেশে আনা সম্ভব হয়নি।

জানা যায়, গত ২৭ এপ্রিল রাতে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান। ঢাকায় গাড়ি চালানো ওবাইদুর সেদিন রাতে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের মধুপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধাওয়া দিলে অন্যরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়েন ওবাইদুর। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। পরে সীমান্তের ভারতীয় অংশে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিএসএফ মরদেহ নিয়ে যায়, কিন্তু এতদিনেও তা ফেরত দেওয়া হয়নি।

মা নাসিমা খাতুন বলেন, “ছেলের লাশ ফিরে পেলে তাকে দাফন করে অন্তত মনকে বোঝাতে পারতাম যে সে আমার কাছেই আছে। বিজিবির কাছে বারবার গিয়েও কিছু হয়নি।”

আরেক যুবক ওয়াসিমের মরদেহ নদীতে ভেসে থাকতে দেখা যায় গত ৬ এপ্রিল ভারতে প্রবেশ করেন বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ওয়াসিম ও আরও কয়েকজন। হাবাসপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যদের ধাওয়া খেলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ওয়াসিম ধরা পড়েন। ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাংলাদেশি কৃষকেরা। পরে স্থানীয়রা নিশ্চিত হন, মরদেহটি ওয়াসিমের এবং সেটি ভারতের অংশে অবস্থান করছে। বিএসএফ পরে মরদেহটি নিয়ে যায়।

ওয়াসিমের বড় ভাই মেহেদী হাসান বলেন, “ছবিতে নিশ্চিত হওয়ার পর বিজিবিকে জানাই। তারা লিখিত অভিযোগ নিলেও কয়েকদিন পর জানায়, আমাদের পক্ষে মরদেহ আনা সম্ভব নয়।”

মা ফিরোজা খাতুন বলেন, “বিজিবি বলছে, পাসপোর্ট-ভিসা করে নিজেরাই ভারতে গিয়ে মরদেহ আনতে হবে। আমরা গরিব, মুর্খ মানুষÑএভাবে কীভাবে মরদেহ আনব?”

মরদেহ ফেরত আনার ব্যাপারে ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন,‘বিএসএফ জানিয়েছে ওয়াসিমের মরদেহটি ভারতের পুলিশের কাছে আছে। তারা তার মরদেহটির ময়নাতদন্ত করেছে। ভারতীয় পুলিশের ভাষ্যমতে,মরদেহ নিতে হলে বৈধভাবে ভারতীয় পুলিশের কাছে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে উপযুক্ত প্রমাণ ও সনাক্ত শেষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস থেকে এনওসি নিতে হবে। পরে তাদেরকে ফরেনার রিজিওনাল রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গিয়ে যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করতে হবে। এই

বিষয়গুলো ওই দুই পরিবারকে জানানো হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে যাতে তারা মরদেহ ফেরত আনতে সর্বাত্নকভাবে সহযোগিতা করে।

বিজিবির মাধ্যমে মরদেহ ফেরত আনার বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন,ভারতীয় বিএসএফ’র সাথে অনেকবার পতাকা বৈঠক সহ নানা চেষ্টা করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। বিএসএফ জানিয়েছে,বিষয়টা পুরোপুরি ভারতীয় পুলিশ হ্যান্ডেল করছে। তাদের কিছু করার নেই। সেইক্ষেত্রে তারা বলেছে,পরিবারের পক্ষ থেকে বৈধ উপায়ে ভারতে এসে সকল কার্যাদী সম্পন্ন করে মরদেহ ফেরত নিতে হবে।’

পরিবারগুলোর মতে, সীমান্তে হত্যা হলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরদেহ ফেরত আনার উদ্যোগ ছিল না বললেই চলে। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়া নতুন কিছু নয়, তবে মরদেহ ফেরত না পাওয়ার এই ঘটনা সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। বিশেষ করে মাসব্যাপী সময় পেরিয়ে গেলেও মরদেহ দেশে না আসা, পরিবারের চোখের জলে ভেসে যাওয়া বাড়ি, এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততাÑসব মিলিয়ে এটি একটি চরম মানবিক সংকট।

ঝিনাইদহে তিন দিন ব্যাপী ভূমি মেলার উদ্বোধন

“নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করি, নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহে তিন দিন ব্যাপী ভূমি মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং ভূমি মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের বরা হয়।

জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়ালের নেতৃত্বে এতে অংশ গ্রহন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক ও পৌর প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বকুল চন্দ্র কবিরাজ,

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ,বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুলের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রধানগণ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিতব্য মেলায় সেটেলমেন্ট অফিস, রেকর্ড রুম শাখা, উপজেলা ভূমি অফিস, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, জেলা রাজস্ব শাখা, উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার, সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিস,ভূমি অধিগ্রহন,জেনারেল সার্টিফিকেট ও ভিপি শাখার স্টল থেকে মেলায় আগত সেবা প্রার্থীদের তাৎক্ষনিক অনলাইন ভূমি সেবা, রেজিস্ট্রেশন, আবেদন আপলোড, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, দাখিলা প্রিন্ট, ভূমি আইন, বিধিমালা,সার্কুলার, নির্দেশিকা, ই-নামজারির আবেদন, অনলাইন খতিয়ান সার্টিফাইড কপি, মৌজার ম্যাপ প্রদান সহ সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব ও পরামর্শ প্রদান করা হবে।

মেলা চলবে আগামাী ২৭ মে পর্যন্ত।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার সদর থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতাকৃত হলেন, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, সিআর নং-২৮৩/২৫(গাংনী), তারিখ- ২৪ মে, ২০২৫;

(মেহেরপুর, গাংনি) ঘটনার সময়- ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ আসাদ আলী, স্থায়ী: গ্রাম- পাটকেলপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ ফিরোজ (৫০), পিতা-মৃত রমজান আলী, স্থায়ী: গ্রাম- খোকসা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা-মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৩৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; জি আর নং-৫১৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; সময়-১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(খ)/৩৬(১) সারণির ৮(গ)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), মৃত ইছার উদ্দিন শেখ, গ্রাম-পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা - মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ সাবিরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নাসির উদ্দিন, স্থায়ী: গ্রাম- কাঁঠালপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা -মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৯, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; জি আর নং-৪৫২, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; সময়-১৯.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মো: শরিফুল ইসলাম (২৫), মো: লিয়াকত আলী, স্থায়ী: গ্রাম- গোভীপুর (গোরস্থানপাড়া), উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৭/৬০, তারিখ- ১০ মার্চ, ২০২১; সময়- ১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ শওকত ওসমান (৩০), মোঃ ফিরোজ ফকির, সাং-পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভা উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।

কোটচাঁদপুরে প্রবল স্রোতে ভেঙে পড়েছে বাঁশের সাঁকো

বৃষ্টির পানির প্রবল স্রোতে ভেঙে পড়েছে কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের বাজার ঘাটে চিত্রা নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো। এতে নদীর দুই পাড়ের মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এখন পারাপারের কোনো উপায় না থাকায় এলাকাবাসী স্থায়ী সমাধান চেয়েছেন।

জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর ও কোটচাঁদপুর উপজেলার অন্তত সাতটি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের প্রধান ভরসা ছিল এই বাঁশের সাঁকোটি। ২০০৭ সালের দিকে গোপালপুর, হাজিডাঙ্গা, সুতি, মধুহাটি (ঝিনাইদহ সদর) এবং তালসার, ঘাগা, কুশনা (কোটচাঁদপুর) গ্রামের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম ও আর্থিক সহায়তায় সাঁকোটি নির্মাণ করেন।

সাঁকোটি ভেঙে পড়ায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। বিশেষ করে অর্ধশতাধিক স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত পণ্য তালসার বাজারে নিয়ে আসতে পারছেন না, ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিত্রা নদীর অপর পাড়ের সুতী গ্রামের বাসিন্দা স্বপন পুন্ডুরি বলেন, “আমাদের এপার থেকে শিক্ষার্থীরা সাঁকো পার হয়ে ওপারের স্কুল-কলেজে যায়। কৃষকরাও পণ্য নিয়ে যান। গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা চরম ভোগান্তিতে আছি। প্রতি বছরই এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এর একটি স্থায়ী সমাধান জরুরি।”

তালসার গ্রামের মুদি দোকানি আসাদুল ইসলাম জানান, “টানা বৃষ্টিতে গত এক সপ্তাহ ধরে সাঁকোতে ওঠার রাস্তা ডুবে গেছে। সাঁকোটি জেগে থাকলেও রাস্তাটি ডুবে থাকায় চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। অর্ধশতাধিক

শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না, কৃষকরাও বাজারে আসতে পারছে না।”

তিনি আরও বলেন, “সাঁকোটি আগেও কয়েকবার ভেঙে পড়েছে। তখন দুই পাড়ের মানুষ মিলে তা মেরামত করেছে। কিন্তু প্রতিবছর একই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। এখনই একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।”

স্থানীয় বাসিন্দা আকিমুল ইসলাম সাজু বলেন, “গত বছরও প্রবল স্রোতে সাঁকোটি ভেঙে পড়েছিল। মাসখানেক পড়ে থেকেছিল। দুই পাড়ের জনপ্রতিনিধিদের কাছে ধরনা দিয়েও কাজ হয়নি। শেষমেশ এলাকাবাসীর সহায়তায় তা মেরামত করা হয়। এবারও স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।”

এ বিষয়ে কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহারুজ্জামান সবুজ বলেন, “বৃষ্টির সময় এলেই সাঁকোটি ভেঙে পড়ে। এটা চিত্রা নদীপাড়ের মানুষের প্রতি বছরের সমস্যা। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও একাধিকবার আলোচনা করেছি, কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এবার আবারও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবো, যাতে স্থায়ী সমাধান হয়।”

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কল রিসিভ না করায় বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন কোটচাঁদপুরের কলেজ ছাত্র রিয়াল হোসেন (২০) ও এনজিও কর্মী মামুন হোসেন (৩৫)। শনিবার সকালে যশোর সড়কের চুরামনকাঠি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কলেজ ছাত্র রিয়াল হোসেন মারা যান এবং এনজিও কর্মী মামুন হোসেন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উভয়ের বাড়ি কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাশিপুর গ্রামে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রিয়াল হোসেন কাশিপুর গ্রামের ঈমান উদ্দিনের একমাত্র ছেলে। তিনি যশোর এম.এম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মামুন হোসেন ওই গ্রামের শামসুল মণ্ডলের ছেলে এবং যশোরে শিশু ফাউন্ডেশনে চাকরি করেন। সম্পর্কে তারা শ্যালক ও বোনাই।

শনিবার সকালে দুইজন মিলে মোটরসাইকেলে করে যশোর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চুরামনকাঠি এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে মামুনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং রিয়ালকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

খুলনা নেওয়ার পথে রিয়াল মারা গেলে তাকে কোটচাঁদপুরে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে মামুন যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রিয়াল ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান। তার আরও দুটি বোন রয়েছে। ছেলের মৃত্যুর খবরে বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সহপাঠী, স্বজন ও প্রতিবেশীরা শোক প্রকাশ করতে কাশিপুর গ্রামের বাড়িতে ছুটে আসেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর হাসপাতালে যায় এবং মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে